সিজোফ্রেনিয়া ও মিথ

ডা. ঝুনু শামসুন নাহার

কলেজ পড়ুয়া একটি মেয়ে, নাম মিলি। পড়াশোনায় ভালো। এস এস সি তে জিপিএ ছিল ৪.৮৮। এইচ এস সি তে পুরো ৫ পাওয়ার ইচ্ছা তার । প্রবল ইচ্ছাশক্তি আছে তার । মা/ বাবাও সব রকমের সাহায্য-সহযোগিতা করেন। মিলি তিনটা কোচিং করে। বাসায় এসেও দীর্ঘ সময় পড়াশোনা করে।

হঠাৎই তার আর্শ্চয সব অভিজ্ঞতা হতে লাগল। সে শুনতে লাগল কারা যেন বলছে, মিলির আর এইচ এস সি পাস হবে না। সে খারাপ মেয়ে। মিলিকে দিয়ে কিছু হবে না। মিলির মা-বাবা তাকে ছেড়ে চলে যাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তার মনে হতে লাগল, কারা যেন তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে আজে বাজে কথা বলছে। আরো মনে হতে লাগল, আশে পাশে সবাই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। এমন কি এর মধ্যে তার মা-বাবা, ভাইবোনও আছে। বাবা ও বড় ভাই প্রতি রাতে তার উপর নির্যাতন করে বলে সে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। তাছাড়া তার প্রতিটি আচরণ প্রত্যক্ষ করছে সবাই - তার ঘরে, বাথরুমে ক্যামেরা ফিট করে রেখেছে। মিলি ভীষণ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তে লাগল। ক্রমশই তার আচরণ অস্বাভাবিক হতে শুরু করল। সে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে একা একা থাকতে শুরু করল। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিতে লাগল। খাওয়ায় তার মা বুঝি বিষ মিশিয়ে দিচ্ছে। রাতে ঘুম হয় না, সর্বদা ভয়ে-আতঙ্কে অস্থির।

মিলির এমন অবস্থা যে পাড়া প্রতিবেশিরা এগিয়ে এল তার সাহায্যে। এ নিশ্চয় জিনের কারবার। জিন আছর করেছে মিলিকে। সুন্দরী মেয়ে তো! সুন্দরী মেয়ের এত পড়াশোনার দরকার-ই বা কী? অনেক আলাপ-আলোচনার পরে ফয়সালা হলো, জিন তাড়াতে হবে। দর্জি পাড়ায় ভালো ওঝা আছে - তাকেই ডাকা হোক। ওঝা এল, মিলির নাকে মরিচ পোড়া দিল, ঝাঁটা-পিটা করল। সে যে কী কষ্ট মিলির! মা-বাবা ভাবলেন এই বুঝি জিন চলে যাবে আর মিলি ভালো হয়ে যাবে। মিলি ভাল হয় না। সে আরো থ মেরে থাকে। চুপ হয়ে যায়। একা একা কথা বলে, একা একা হাসে। এবার হুজুর ডাকা হলো, কবিরাজ ডাকা হলো। হুজুর ও কবিরাজ মিলিকে তেমন কষ্ট দিল না। হুজুর সাহেব তাবিজ ও পানি পড়া খেতে দিলেন ও দোয়া পড়ে ফু দিলেন। কবিরাজ কিছু গাছ-গাছড়ার ঔষুধ দিলেন। সাময়িকভাবে মনে হলো, মিলি একটু ভালো আছে। কিন্তু না.. .. .. । সে ভালো নেই। মিলির বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ভাই ছুটিতে বাড়িতে এসেছে। ইতোমধ্যে সে বোনের অসুখ নিয়ে অন্যান্যদের সাথে আলোচনা করে জানতে পেরেছে যে এটি একটি মানসিক রোগ এবং এর নাম সিজোফ্রেনিয়া।

আসলেই মিলি সিজোফ্রেনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছে এবং এর বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাও আছে। নতুন অনেক ধরনের ঔষধ আবিষ্কার হওয়ার ফলে এই রোগ নিয়ন্ত্রণ করা অনেক সহজ হয়ে পড়েছে। নিয়মিত ঔষধ খেলে এক মাসের মধ্যে রোগের উপসর্গগুলোকে দমন করা যায় এবং রোগীর আচরণ স্বাভাবিক হয়ে আসে। তবে মনে রাখতে হবে, রোগী স্বাভাবিক আচরণ করলেই ঔষধ বাদ দেওয়া যাবে না। বহুদিন ধরে ঔষধ চালাতে হতে পারে। তা না হলে, রোগের রিল্যাপ্স হয় এবং আবার আগের মতো অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করে। অতএব, সর্বদা ডাক্তারের পরামর্শে থাকতে হবে।

মিলিকে ঢাকায় নিয়ে আসা হলো মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে। তাকে কিছুতেই ঔষধ খাওয়ানো যাচ্ছিল না বিধায়, তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। ডাক্তার-নার্সের তত্ত্বাবধানে এক মাস থেকে মিলি সম্পূর্ণ সুস্হ হয়ে গেল। হাসপাতালের বহির্বিভাগে report করতে বলা হলো। ছয় মাস মিলি নিয়মিত ফলো-আপ করল। অভিভাবকর মনে করলেন, এইতো, মিলি ভালো হয়ে গিয়েছে, স্বাভাবিক আচরণ করছে, পড়াশোনাও করছে মনোযোগ দিয়ে। ওষুধ খেলে মিলির ঘুম ঘুম ভাব হয়। সে খেতে চায় না আর ওষুধ। বাবা-মাও বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু তিন মাসের মাথায় আবার তার রোগের উপর্সগ দেখা দিল। আবারো মিলিকে নিয়ে আসা হলো ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার বার বার বলে দিলেন, ওষুধ বন্ধ করা যাবে না। এবার মিলির অভিভাবকরা ওষুধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন এবং মা দায়িত্ব নিয়ে ওষুধ খাওয়াতে থাকলেন। যথারীতি মিলি ভালো। সামনেই পরীক্ষা। এইচএসসি পরীক্ষা দিল মিলি। ৪.৫ পেল পরীক্ষায়। বাবা-মা তাতেই খুশি। মেয়েকে এবারে তারা ঢাকায় পড়তে পাঠালেন। একটা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে BBA পড়ছে এখন মিলি। তবে সবসময় ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে আছে এবং ডাক্তারের পড়ামর্শে ঔষধ সেবন করছে।

সিজোফ্রেনিয়া নিয়ে অনেক ভ্রান্ত ধারণা সাধারণ মানুষের মনে আছে। যেমন এই রোগ কখনই ভালো হয় না। জিনের আছরের জন্যই এমন অস্বাভাবিক আচরণ। পীর, ফকির, কবিরাজ, ওঝা - এরাই পারবে। অনেক রোগীর অভিভাবক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, আমি জিন তাড়াতে পারবো কি না। আমি উত্তরে বলেছি, জিন তাড়াতে পারব না, তবে রোগের উপসর্গের উপশম চিকিৎসায় অবশ্যই হবে। অনেকে আবার মনে করেন, বিয়ে সমস্যার সমাধান করে দেবে। কিন্তু বিয়ে যে রোগীর জন্য একটা বড় চাপ এবং রোগের অবনতি ঘটতে পারে সেটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

সিজোফ্রেনিয়া একটা গুরুতর মানসিক রোগ। বাংলাদেশে প্রায় ০.৬% রোগী সিজোফ্রেনিয়ায় ভুগছে। মস্তিষ্কের রাসায়নিক পদার্থ (neurotransmitter)-এর ঘাটতির সমস্যা ঘটে এই রোগে। তাছাড়া জেনেটিকস ও নানাবিধ পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং stress ও এই রোগের কারণ। আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই রোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা আছে। আর শারীরিক রোগের মতোই মানসিক রোগেরও বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা প্রয়োজন। তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে চিকিৎসা দীর্ঘমেয়াদি এবং ডাক্তারের পরামর্শ মতো চলতে হবে।

অধ্যাপক, মনোরোগ বিদ্যা বিভাগ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়